কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
গবেষণা-৩ অধিশাখা
www.moa.gov.bd

নং-১২.০০.০০০০.০৬৩.২২.০০৪.৩৫৪ তারিখ : ১২/০৯/২০১৭ খ্রি :।

বিষয় : ''বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭'' এর উপরে মতামত প্রদান।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই)-এর **''বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ১৯৯৬''** এবং **''বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট (সংশোধন) আইন, ২০০২''** সমন্বিত করে প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিমার্জন, আধুনিক ও যুগোপযোগী করে ''বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭'' নামে খসড়া আইন প্রস্তুত করত: মতামত/পরামর্শের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইট (www.moa.gov.bd)-এ আপলোড করা হয়েছে।

০২। প্রস্তুতকৃত খসড়া আইনের উপর স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সকল স্টেকহোল্ডারদের লিখিত সুপারিশ/মতামত (যদি থাকে) আগামী ২৫-০৯-২০১৭ তারিখের মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি : প্রস্তুতকৃত আইনের খসড়া ০৭ পৃষ্ঠা।

১২.০৯.২০১৭

(ড. হুমায়রা সুলতানা)
উপসচিব
ফোনঃ-৯৫৬৬৬৩৪
(ই-মেইল : research3503@gmail.com)

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :-

১. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সচিব, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. নির্বাহী চেয়ারম্যান, কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেইট, ঢাকা।
৮. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৯. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।
১০. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ-পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
১১. মহাপরিচালক, কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।
১২. মহাপরিচালক, পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।
১৩. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশবরদী, পাবনা।
১৪. প্রোগ্রামার, কৃষি মন্ত্রণালয় (খসড়া আইনটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে আপলোড করার অনুরোধ সহ)।

১২.০০.০০০০.০৬৩.২২.০০৪.১৭-৩৫৪ তারিখ : ১২/০৯/২০১৭ খ্রি :।

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে):-

১. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩. অফিস কপি।

(ড. হুমায়রা সুলতানা)
উপসচিব
ফোনঃ-৯৫৬৬৬৩৪

বিল নং ....., ২০১৭

বাংলাদেশে চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদনের লক্ষ্যে কৃষি ও কারিগরি গবেষণার মাধ্যমে ইক্ষু, সুগার বিট, তাল, খেজুর, গোলপাতা ও স্টেভিয়াসহ অন্যান্য মিষ্টিজাতীয় ফসলের জাত উদ্ভাবন এবং এ সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার জন্য "বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন ১৯৯৬" **(১৯৯৬ সনের ১১ নং আইন) রহিতক্রমে** সংশোধনসহ উহা পুনঃপ্রণয়নকল্পে প্রণীত

বিল

যেহেতু বাংলাদেশে চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদনের লক্ষ্যে কৃষি ও কারিগরি গবেষণার মাধ্যমে ইক্ষু, সুগার বিট, তাল, খেজুর, গোলপাতা ও স্টেভিয়াসহ অন্যান্য মিষ্টিজাতীয় ফসলের জাত উদ্ভাবন এবং এ সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার জন্য "বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন ১৯৯৬" (১৯৯৬ সনের ১১ নং আইন) রহিতক্রমে সংশোধনসহ উহা পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**- (১) এই আইন বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) **"ইনস্টিটিউট"** অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট;

(২) **"কাউন্সিল"** অর্থ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল;

(৩) **"চেয়ারম্যান"** অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(৪) **"প্রবিধান"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(৫) **"বিধি"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৬) **"বোর্ড"** অর্থ ধারা ৭ এর অধীন গঠিত বোর্ড;

(৭) **"মহাপরিচালক"** অর্থ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক।

৩। ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ।- (১) "বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন ১৯৯৬" (১৯৯৬ সনের ১১ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) ইনস্টিটিউট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইনস্টিটিউট ইহার নিজ নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে ইহার বিরূদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **ইনস্টিটিউটের কার্যালয় ও কেন্দ্র।**- (১) ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয় পাবনা জেলার ঈশ্বরদীতে থাকিবে।

(২) ইনস্টিটিউট, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার আঞ্চলিক কেন্দ্র ও উপকেন্দ্র স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। ইনস্টিটিউটের কার্যাবলি।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ইনস্টিটিউটের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(১) জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সংগঠনসমূহের সহযোগিতায় চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদন উপযোগী শর্করা সমৃদ্ধ ফসল বা গাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উন্নত ও উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণ করা;

(২) প্রয়োজনীয় সংখ্যক গবেষণাগার ও লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা;

(৩) চিনি, গুড়, সিরাপ ও মধু উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রযুক্তি ও কলাকৌশল উদ্ভাবন করা;

(৪) ইক্ষু, সুগার বিট, তাল, খেজুর, গোলপাতা ও স্টেভিয়াসহ অন্যান্য মিষ্টিজাতীয় ফসল ভিত্তিক গবেষণা, খামার স্থাপন ও ব্যবস্থাপনার উপর গবেষণা করা এবং উহাদের অর্থনৈতিক সুবিধা চিহ্নিত করা;

(৫) চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদন উপযোগী শর্করা সমৃদ্ধ ফসল বা গাছের ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কে গবেষণার ব্যবস্থা করা এবং উহাদের উপজাত সমূহের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা;

(৬) ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ইক্ষু, সুগার বিট, তাল, খেজুর, গোলপাতা ও স্টেভিয়াসহ অন্যান্য মিষ্টিজাতীয় ফসল বা গাছের নূতন জাত ও প্রযুক্তিসমূহের প্রদর্শনী এবং উক্ত বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণের জন্য এলাকা নির্ধারণ ও স্কিম গ্রহণ করা;

(৭) মিষ্টি জাতীয় ফসল উৎপাদনে উন্নত প্রযুক্তির উপর সরকারি বা বেসরকারি কর্মচারী, কৃষক ও দেশী-বিদেশী গবেষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

(৮) স্নাতকোত্তর/পিএইচডি/পোস্ট পিএইচডি গবেষণার সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করা;

(৯) বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা চিহ্নিত সমস্যাবলী সম্পর্কে মত বিনিময় এবং মিষ্টি জাতীয় ফসলের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক উদ্ভাবনের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ সৃষ্টি করিবার জন্য সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা;

(১০) জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলায় ইক্ষু, সুগার বিট, তাল, খেজুর, গোলপাতা ও স্টেভিয়াসহ অন্যান্য মিষ্টিজাতীয় ফসলের গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(১১) ইক্ষু, সুগার বিট, তাল, খেজুর, গোলপাতা ও স্টেভিয়াসহ অন্যান্য মিষ্টিজাতীয় ফসলের গবেষণায় জীব প্রযুক্তি (বায়োটেকনোলজি) প্রয়োগের মাধ্যমে রোগ ও পোকা-মাকড় প্রতিরোধ এবং খরা, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা, ঠান্ডা ও তাপসহ বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ সহিষ্ণু জাত ও উৎপাদন বিষয়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা;

(১২) বিভিন্ন রকমের ইক্ষু, সুগার বিট, তাল, খেজুর, গোলপাতা ও স্টেভিয়াসহ অন্যান্য মিষ্টিজাতীয় ফসলের জার্ম প্লাজম (germ plasm) সংগ্রহ করিয়া জার্মপ্লাজম ব্যাংক গড়িয়া তোলা, সংরক্ষণ, মূল্যায়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা;

(১৩) ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি এবং উদ্ভিদ জাতের মেধাস্বত্ব নিশ্চিত করা;

(১৪) ইক্ষু, সুগার বিট, তাল, খেজুর, গোলপাতা ও স্টেভিয়াসহ অন্যান্য মিষ্টিজাতীয় ফসলের সহিত আন্তঃফসল হিসেবে উপযোগী যে কোন ফসলের চাষাবাদের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা;

(১৫) ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মিষ্টিজাতীয় ফসলের বিভিন্ন জাতসমূহের দ্রুত বিস্তারের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ ব্রিডার বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ করা;

(১৬) সুগারক্রপ গবেষণা, শিক্ষা ও সম্প্রসারণে আইসিটি এর প্রয়োগ করা;

(১৭) ইক্ষু, সুগার বিট, তাল, খেজুর, গোলপাতা ও স্টেভিয়াসহ অন্যান্য মিষ্টিজাতীয় ফসলের উন্নয়নের ক্ষেত্রে গবেষণায় নিয়োজিত যে কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে সহযোগিতা করা;

(১৮) সুগারক্রপ গবেষণা সংক্রান্ত মনোগ্রাফ, বুলেটিন, শস্য-পঞ্জিকা ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশ করা;

(১৯) ইনস্টিটিউটের গবেষণালব্ধ ফলাফল ও সুপারিশের ভিত্তিতে সাময়িকী ও প্রতিবেদন প্রকাশ করা;

(২০) সরকারের মিষ্টিজাতীয় ফসলের নীতি নির্ধারণে সাহায্য করা এবং মিষ্টিজাতীয় ফসল সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান করা;

(২১) সরকার কর্তৃক, সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা সাপেক্ষে উহার উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা; এবং,

(২২) প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন করা।

৬। **কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা প্রতিপালন।**- (১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ইনস্টিটিউট কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ, সুপারিশ বা পরামর্শ প্রতিপালন করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ইনস্টিটিউটের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে উক্তরূপ কোন সুপারিশ বা পরামর্শ প্রতিপালন করা সম্ভব নয় তাহা হইলে ইনস্টিটিউট, অনতিবিলম্বে, কারণ উল্লেখপূর্বক উহার মতামত কাউন্সিলকে অবহিত করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশের অধীন ইনস্টিটিউটের নিকট হইতে প্রাপ্ত মতামত বিবেচনা করিয়া কাউন্সিল তদ্‌কর্তৃক প্রদত্ত কোন সুপারিশ বা পরামর্শ সংশোধন বা বাতিল করিতে পারিবে বা উক্ত বিষয়ে নূতন কোন সুপারিশ বা পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে।

৭। **বোর্ড গঠন।**- (১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ইনস্টিটিউটের বোর্ড গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) মহাপরিচালক, যিনি বোর্ডের চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন উপ-সচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(গ) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন উপ-সচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ঘ) শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন উপ-সচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ঙ) কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন পরিচালক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(চ) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অন্যূন পরিচালক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ছ) শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের একজন প্রতিনিধি;

(জ) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত ইনস্টিটিউটে কর্মরত দুইজন জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী;

(ঝ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ইনস্টিটিউট বহির্ভূত দুইজন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী, যাহাদের একজন সমাজ বিজ্ঞান এবং অন্যজন ইনস্টিটিউটের বৈশিষ্ট্যের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে বিজ্ঞানী হইবেন;

(ঞ) ইনস্টিটিউট কর্তৃক মনোনীত কৃষি সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত দুই জন প্রতিনিধি, যাহাদের একজন নন-মিল জোন এলাকার একজন অভিজ্ঞ কৃষক এবং অন্যজন বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন কর্তৃক মনোনীত মিল জোন এলাকার প্রগতিশীল চাষী হইবেন; এবং

(ট) ইনষ্টিটিউটের পরিচালকগণ, তাহাদের মধ্যে একজন পরিচালক বোর্ডের সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (জ) হইতে (ঞ) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে পরবর্তী ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, বা, ক্ষেত্রমত, ইনস্টিটিউট উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময়, কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে উক্তরূপ মনোনীত কোন সদস্যকে সদস্য পদ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে এবং মনোনীত কোন সদস্য সরকার, বা, ক্ষেত্রমত, ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

৮। **বোর্ডের কার্যাবলি।**- বোর্ডের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(১) গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারণ;

(২) ইনস্টিটিউটের কার্যাবলির তত্ত্বাবধান এবং দিক নির্দেশনা প্রদান;

(৩) ইনস্টিটিউটের নীতিগত বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান;

(৪) ইনস্টিটিউটের প্রস্তাবিত নীতিমালা এবং কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন;

(৫) সরকারের নিকট হইতে বা অন্য কোন উৎস হইতে অনুদান গ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন;

(৬) ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন;

(৭) সরকারের অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটের অনুমোদন;

(৮) ফেলোশিপ প্রদানের প্রস্তাব অনুমোদন;

(৯) বিদেশে উচ্চ শিক্ষা বা গবেষণার জন্য আর্থিক সহায়তার প্রস্তাব অনুমোদন;

(১০) প্রকল্প অনুমোদন।

৯। **বোর্ডের সভা।**- (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) বোর্ড প্রতি ৪(চার) মাস পর পর সভায় মিলিত হইবে এবং সভার তারিখ, সময় ও স্থান চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) বোর্ডের সদস্য-সচিব, চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে, লিখিত নোটিশ দ্বারা বোর্ডের সভা আহবান করিবেন।

(৪) চেয়ারম্যান বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে চেয়ারম্যান এর অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক, তাহাদের মধ্য হইতে, মনোনীত কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।

(৫) বোর্ডের সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন অর্ধেক সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবী সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৬) বোর্ডের সভায় উপস্থিত প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে প্রদত্ত ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতি নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

(৭) কেবল কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে বোর্ডের কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তদ্‌সম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

১০। **মহাপরিচালক।**- (১) ইনস্টিটিউটের একজন মহাপরিচালক থাকিবে।

(২) মহাপরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকরির মেয়াদ ও শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) মহাপরিচালক ইনস্টিটিউটের প্রধান নির্বাহী হইবেন এবং তিনি-

(ক) বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিবেন;

(খ) বোর্ডের সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন; এবং

(গ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) মহাপরিচালকের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা, বা অন্য কোন কারণে তিনি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত মহাপরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত বা তিনি পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোন ব্যক্তি মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

১১। **পরিচালক, উপদেষ্টা ও পরামর্শক** ।- ইনস্টিটিউটের কার্যাবলি দক্ষভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিচালক, উপদেষ্টা ও পরামর্শক থাকিবে এবং তাহারা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাদের চাকরির মেয়াদ ও শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১২। **কর্মচারী নিয়োগ**।- (১) ইনস্টিটিউট উহার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো সাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) কর্মচারীদের নিয়োগ এবং চাকরির শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৩। **তহবিল**।- (১) ইনস্টিটিউটের একটি তহবিল থাকিবে যাহাতে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে অর্থ জমা হইবে, যথা:-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মঞ্জুরী ও অনুদান;

(খ) গৃহীত ঋণ;

(গ) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঘ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কোন দেশী বা বিদেশী উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(ঙ) ইনস্টিটিউটের নিজস্ব উৎস হইতে প্রাপ্ত আয়।

(চ) অন্য কোন বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) তহবিলের সকল অর্থ কোন তফসিলি ব্যাংকে ইনস্টিটিউটের নামে জমা রাখিতে হইবে এবং বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল পরিচালনা করা হইবে।

ব্যাখ্যা।- "তফসিলি ব্যাংক" বলিতে Bangladesh Bank Order, 1972 (President's Order No. 127 of 1972) এর Article 2(j) তে সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank কে বুঝাইবে।

(৩) বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল হইতে ইনস্টিটিউটের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে।

১৪। **বাজেট**।- ইনস্টিটিউট প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্ভাব্য আয়-ব্যয়সহ পরবর্তী অর্থ বৎসরের বাৎসরিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত বৎসরে সরকারের নিকট হইতে ইনস্টিটিউটের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহাও উল্লেখ থাকিবে।

১৫। **হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা** ।- (১) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ইনস্টিটিউট উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রতি বৎসর ইনস্টিটিউটের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও ইনস্টিটিউটের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ইনস্টিটিউটের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং বোর্ডের যে কোন সদস্য বা ইনস্টিটিউটের যে কোন কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন হিসাব নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (President's Order No. 2 of 1973) এর Article 2(1)(b) তে সংজ্ঞায়িত Chartered Accountant দ্বারা ইনস্টিটিউটের হিসাব নিরীক্ষা করিতে হইবে এবং এতদুদ্দেশ্য ইনস্টিটিউট এক বা একাধিক Chartered Accountant নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৫) ইনস্টিটিউট, যথাশীঘ্র সম্ভব, নিরীক্ষা প্রতিবেদনে চিহ্নিত কোন ত্রুটি বা অনিয়ম প্রতিকার করিবার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

১৬। **প্রতিবেদন**।- (১) প্রতি অর্থ বৎসর শেষ হইবার পরবর্তী ৪ (চার) মাসের মধ্যে ইনস্টিটিউট উক্ত বৎসরের সম্পাদিত কার্যাবলির উপর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করিবে ।

(২) সরকার, প্রয়োজনে, ইনস্টিটিউটের নিকট হইতে যে কোন সময় ইনস্টিটিউটের যে কোন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন ও বিবরণী আহবান করিতে পারিবে এবং ইনস্টিটিউট উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৭। **কমিটি**।- ইনস্টিটিউট উহার দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদানের জন্য এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

১৮। **ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা**।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ইনস্টিটিউট, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উহা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৯। **চুক্তি সম্পাদন**।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ইনিস্টিটিউট, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে।

২০। **বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষা**।- (১) ইনস্টিটিউট, বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে, উহার বিজ্ঞানীদের জন্য প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণক্রমে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) কোন বিজ্ঞানী আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রশিক্ষণ বা গবেষণার জন্য মনোনীত হইলে এবং উক্ত ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন হইলে ইনস্টিটিউট, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, উহার সমুদয় বা অংশবিশেষ প্রদান করিতে পারিবে।

২১। **গবেষক বা প্রযুক্তিবিদ নিয়োগ**।- (১) সুগারক্রপ সম্পর্কিত উদ্ভুত কোন সমস্যা নিরসন বা উহার উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোন প্রযুক্তি বা কৌশল উদ্ভাবনের জন্য ইনস্টিটিউট, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, গবেষক বা প্রযুক্তিবিদ নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) ইনস্টিটিউট, নিজস্ব জনবল দ্বারা সক্ষম না হইলে, উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উন্মুক্ত প্রতিযোগীতার মাধ্যমে গবেষক বা প্রযুক্তিবিদ নিয়োগ করিতে পারিবে।

২২। **ফেলোশিপ প্রদান**।– ইনস্টিটিউট সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ও তদ্‌কর্তৃক স্বীকৃত কোন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কৃষি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে সাফল্য ও কৃতিত্বের সহিত ডিগ্রি অর্জনকারী ব্যক্তিদের, ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্যের সহিত সম্পর্কিত বিষয়ে দক্ষ বিজ্ঞানী, গবেষক এবং প্রযুক্তিবিদ হিসাবে গড়িয়া তুলিবার লক্ষ্যে, ফেলোশিপ প্রদান করিতে পারিবে।

২৩। ক্ষমতা অর্পণ।- বোর্ড, প্রয়োজনে, উহার কোন ক্ষমতা, লিখিত আদেশ দ্বারা ও নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, উহার কোন সদস্য, কর্মচারী বা কোন কমিটিকে অর্পণ করিতে পারিবে।

২৪। জনসেবক।- বোর্ডের সকল সদস্য, ইনস্টিটিউটের সকল কর্মচারী, উপদেষ্টা ও পরামর্শক এবং ইনস্টিটিউটের পক্ষে কোন কাজ করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি Penal Code (Act No. XLV of 1860) এর section ২১ এ সংজ্ঞায়িত অর্থে জনসেবক (public servant) বলিয়া গণ্য হইবেন।

২৫। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৬। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ইনস্টিটিউট, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে, এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৭। রহিতকরণ ও হেফাজত।- (১) "বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন ১৯৯৬" **(১৯৯৬ সনের ১১ নং আইন)**, অত:পর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত আইন এর অধীন-

(ক) কৃত কোন কাজ বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা, প্রদত্ত কোন নোটিশ, প্রস্তুতকৃত বাজেট প্রাক্কলন, স্কিম বা প্রকল্প এই আইনের অধীন কৃত, গৃহীত, প্রদত্ত বা প্রস্তুতকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) প্রণীত কোন বিধিমালা বা প্রবিধানমালা, ইস্যুকৃত কোন আদেশ, বিজ্ঞপ্তি বা প্রজ্ঞাপন রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে এবং এই আইনের অধীন প্রণীত বা ইস্যুকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(৩) উক্ত আইন রহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত আইন এর অধীন প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউট এর-

(ক) সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুবিধা এবং স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, অন্য সকল দাবী ও অধিকার, সকল হিসাব বহি, রেজিস্টার, রেকর্ড এবং অন্যান্য দলিল ইনস্টিটিউটের সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুবিধা এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, দাবী ও অধিকার, হিসাব বহি, রেজিস্টার, রেকর্ড এবং দলিল হিসাবে গণ্য হইবে;

(খ) সকল ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি, যথাক্রমে ইনস্টিটিউটের ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) বিরুদ্ধে বা তদ্‌কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা বা আইনগত কার্যধারা ইনস্টিটিউটের বিরুদ্ধে বা ইনস্টিটিউট কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা বা আইনগত কার্যধারা বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঘ) সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী ইনস্টিটিউটের কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন এবং এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে তাহারা যে শর্তে চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন সেই একই শর্তে নিযুক্ত থাকিবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না ইনস্টিটিউট কর্তৃক তাহাদের চাকরির শর্তাবলী পরিবর্তিত হয়।

২৮। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।- (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।